দৈনিক বাংলা

66

তারিখ 13 DEC 1990
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

এরশাদ ও সহযোগীদের বিচার দাবীতে ছাত্র ঐক্যের সমাবেশ মিছিল

।। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ।।

সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের নেতারা বলেছেন, শুধু এরশাদ নয়, এরশাদ সরকারের সহযোগী সকল দুর্নীতিবাজ মন্ত্রী, এমপি ও আমলাদের গ্রেফতার করে অবিলম্বে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে তাদের বিচার করতে হবে।

গতকাল প্রেসিডেন্টের সচিবালয় অভিমুখে মিছিল বের করার আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার সামনে অনুষ্ঠিত এক বিরাট ছাত্র সমাবেশে নেতৃবৃন্দ একথা বলেন। এরশাদ ও তার সহযোগীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে বিচারের দাবীতে এই মিছিল ও সমাবেশ হয়।

ডাকসু'র ভিপি আমানউল্লাহ আমান, ছাত্রলীগ (হা-অ) সভাপতি হাবিবুর রহমান হাবিব, ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল, জাতীয় ছাত্রলীগের সভাপতি জাহাঙ্গীর সাত্তার টিকু, ছাত্রলীগ (না-শ) সভাপতি নাজমুল হক প্রধান, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি মোস্তফা ফারুক এবং জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের যুগ্ম আহবায়ক ফজলুল হক মিলন সমাবেশে বক্তৃতা করেন।

আমানউল্লাহ আমান সমাবেশে বলেন,

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

বিচার দাবীতে ছাত্র ঐক্যের সমাবেশ মিছিল

(প্রথম পৃঃ পর)

এরশাদ ও তার সহযোগীদের গ্রেফতার করে বিচার সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত ছাত্ররা ঘরে ফিরে যাবে না।

হাবিবুর রহমান হাবিব বলেন, শুধু এরশাদ নয়, মন্ত্রী, আমলাসহ এরশাদের সব সহযোগীকে গ্রেফতার করতে হবে।

মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল বলেন, গণতান্ত্রিক কাঠামো প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব।

জাহাঙ্গীর সাত্তার টিকু বলেন, ১২১ জন ছাত্রের রক্তে রঞ্জিত এরশাদের হাত। প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের দায়ে এরশাদের বিচার হবে।

মোস্তফা ফারুক বলেন, আমরা ২৪ ঘন্টার মধ্যে এরশাদকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে দেখতে চাই।

সমাবেশ শেষে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের একটি বিরাট মিছিল প্রেসিডেন্টের সচিবালয় অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। ফার্মগেটের কাছে ছাত্রনেতারা মিছিলটি থামিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু মিছিলের একটি অংশ সামনে এগিয়ে যায়। ছাত্রনেতৃবৃন্দ অনেক চেষ্টার পর ছাত্রদের ক্যাম্পাসে ফিরিয়েআনেন।

পরে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের সাত সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল প্রেসিডেন্টের সচিবালয়ে গিয়ে একটি স্মারকলিপি পেশ করে। স্মারকলিপিতে অবিলম্বে এরশাদ ও তার সহযোগীদের গ্রেফতার করে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে তাদের বিচারের দাবী জানানো হয়।

সম্মিলিত পেশাজীবী সংগ্রাম পরিষদ

সম্মিলিত পেশাজীবী সংগ্রাম পরিষদ এরশাদ ও তার সহযোগীদের বিচারের জন্য অবিলম্বে তদন্ত কমিশন গঠনের দাবী জানিয়েছে।

বুধবার সুপ্রীমকোর্ট আইনজীবী সমিতি ভবনে সম্মিলিত পেশাজীবী সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক জনাব শামসুল হক চৌধুরীর সভাপতিত্বে আইনজীবী, শিক্ষক, চিকিৎসক, সাংস্কৃতিক কর্মী, কৃষিবিদ, প্রকৌশলী ও সাংবাদিকদের জাতীয় সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিদের এক সভায় এই আহবান জানান হয়। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন ডক্টর কামাল হোসেন, ডক্টর সারোয়ার আলী, ডক্টর ইয়াজউদ্দীন আহমদ, মীর্জা জলিল, কামরুজ্জামান, সৈয়দ হাসান ইমাম, শুৎফুল কবীর, রফিকুল ইসলাম মিয়া, আমানুল্লাহ কবীর, ফয়েজ আহমদ, আমিরুল ইসলাম প্রমুখ।

সভায় ৫০/৬০ দিনের মধ্যে নিরপেক্ষ ও অবাধ সংসদ নির্বাচনের দাবী জানিয়ে বলা হয়, যারা গণতন্ত্র হরণ, ভোট ডাকাতি, অবৈধভাবে সম্পদ অপহরণ, খুন, মাস্তানী ইত্যাদি অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তাদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচার করা ব্যতিরেকে দেশে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন এবং জাতীয় অগ্রগতি সম্ভব নয়।

সভায় প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সকল পর্যায়ে স্বৈরাচারের দোসরদের অবিলম্বে অপসারণ এবং দেশপ্রেমিক ব্যক্তিদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবী জানান হয়।

সভায় এরশাদ সরকারের আমলের সাংস্কৃতিক কমিশন, কমিশনসহ গণবিরোধী সব নীতি বাতিলের দাবী জানান হয়।

সভায় যে সকল মৌলিক দাবী জরুরীভাবে সমাধান করা প্রয়োজন তার সমাধানের উদ্যোগ নেয়ার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি আবেদন জানান হয়।

সভায় জাতীয় ঐকমত্য ও সমঝোতার ভিত্তিতে গণতন্ত্রের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য ছাত্র ও যুব সমাজসহ সকল পেশাজীবীকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহবান জানানহয়।

৮৪ জন ভার্সিটির শিক্ষক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৪ জন শিক্ষক এক যুক্ত বিবৃতিতে অবিলম্বে এরশাদ ও তার সহযোগীদের গ্রেফতার করে বিচার শুরু করার দাবী জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে বলা হয়, এরশাদ এবং তার পত্নী, মন্ত্রীপরিষদ ও এদের দোসররা ক্ষমতায় থাকাকালে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে প্রচুর অবৈধ সম্পদের মালিক হয়েছে, রাষ্ট্রীয় সম্পদ বহির্বিশ্বে পাচার করেছে। এরা শুধু রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুট করেনি, বহু ছাত্র-জনতাকে খুন করেছে। বাংলাদেশের আসন্ন সাধারণ নির্বাচনকে জাতীয় মর্যাদায় অভিষিক্ত করতে হলে এরশাদ ও তার সহযোগীদের বিচার করা প্রয়োজন।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন প্রফেসর কে এ এম সাদউদ্দীন, ডঃ বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, এ বি এম খালেদ, ডঃ হারুন-অর-রশীদ, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, ডঃ ম আখতারুজ্জামান, ডঃ গোলাম রহমান, দুর্যাদাস ভট্টাচার্য প্রমুখ।

শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের প্রবর্তিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ বাতিল করায় অস্থায়ী প্রেসিডেন্টকে অভিনন্দন জানিয়েছে।

ফেডারেশনের সভাপতি প্রফেসর মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে এ অভিনন্দন জানানো হয়।

সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদ ও তার সহযোগীদের বিচার করার দাবী জানানো হয়।

অপর এক প্রস্তাবে গণবিরোধী ভূমিকা পালন করায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের পদত্যাগ দাবী করা হয়।

খবর প্রেস বিজ্ঞপ্তির।